শ্রমণের কচড়া (গুচ্ছ কবিতা)

স্বপন পান্ডা

১.

কাঁধে ঝোলা হাতে লাঠি ভিক্ষাপাত্র সম্বল
পথ ভাঙছি
পথের ধুলো পায়ে পায়ে ডাক দেয় শোও শুয়ে পড়ো
রাশি রাশি ছিপি বোতল প্যাকিংবাক্স আবর্জনাস্তুপ হাঁক দেয় চলে এসো
ওরা আমার বন্ধুবান্ধব
আর সঙ্গী পথের কুকুর মোর আদূরে গোঁসাই।
দিনান্তে ভিক্ষান্ন পাক
একত্র প্রসাদ পাই মেঠো রাস্তাটির পাশে গাছতলায় পুকুর আড়ায়
ঈষৎ তফাতে
মাঝে মাঝে ঈশ্বর এসে বসে থাকেন দেখতে পাই
তাঁর আড়মোড়া ভাঙা হাইতোলা ভাতের গন্ধে মুখ চোখ
অবিকল মানুষেরই মতো

আমি কুকুর ও ঈশ্বর তিন জনে মাঝে মধ্যে বার্তালাপ করি তাই নিয়ে
তোমরা বন্ধুরা সব কেন এত হাসাহাসি করো আমি বুঝতেই পারি না।

২.

ঈশ্বরের সাথে আজ একটুখানি কথাবার্তা হলো। চাল ডাল একফালি কাঁচা কুমড়ো দুটি কাঁচা লঙ্গা একত্রে পাক করলাম। চলবে নাকি। উনি সে পুরাকেলে হাসি হেসে অসম্মতি জানাতেই আমরা অর্থাৎ আমি ও গোঁসাই একই পাত্র থেকে ভোজ্য গ্রহণ করলাম। ক্ষুধাটি নিবৃত্ত হলে কথা বলতে বেশ লাগে। আমি তো শ্রমণ তাই রাজা মন্ত্রী ষড়যন্ত্রী কৃষি শিল্প বলাৎকার ও পরমাণু বোমা বিষয়ে কিছু বলতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি বলি সব কথা যা মানুষের খুব একটা কাজেই লাগে না। হাজিবাজি জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি আর উনি নিজেই আছেন কিনা সেই সব সাত সতেরো বকোয়াস। গাছতলায় গ্রীষ্মের দুপুরে একটু জিরিয়ে নেবার আগে এই সব বার্তালাপ বেশ স্বাস্থ্যকর। এর ফলে কি হয় বিকেলের দিকে খিদেটা চাগাড় দেয়। আর ভিক্ষেয় যেতে ইচ্ছে করে।

নিশিকৃষ্ণ রাতের গুহায় এই উষ্ণ অন্ন বড়ো সুমধুর। উপনিষদের ভাসা ভাসা কথার সর দুহাতে সরিয়ে দিলে অন্নই পরম ব্রহ্ম এই সারবস্তুই কি ঘাই মেরে উঠে না। ঈশ্বর বলেন দেখ ভাতের গন্ধের চেয়ে পৃথিবীতে আর কোন কাম্যগন্ধ নেই।

৩.

গোঁসাই বললেন

আজ এই বাংলার গাঁয়ে গঞ্জে ভিক্ষুক শ্রমণ সাধু চোর জালিয়াৎ তথা ঘাতক ধর্ষক সব ভাই বেরাদর বলে বোধ হচ্ছে। হাতে টাঙি খরসান বারুদ জালকাঠি আর কতশত কলকব্জা গণহত্যা বলাৎকার পার হয়ে সেই তো এক অন্ন খুঁটে খাওয়া। দৈবাৎ এখনও কিছু বোকাবুড়ো নত হয় দু চারটি শঙ্খহাত মন্দিরে মাজারে। চলতে চলতে সঙ্ঘভাই জুটে যায়। ঝুলিতে আসেন ব্রহ্ম দয়াবান তাঁকে পাক করি। বাংলার হলুদ মাঠে তাম্রবর্ণ চাঁদও নেমে আসে। কীটপতঙ্গের ঝাঁক খেলা করে নির্বোধের প্রায়। ধানশিষ মহাহ্লাদে দোল খায়। রাতচরা পাখি ডাকে যাকে ডাকে সেই জানে প্রকৃত সঙ্কেত। দূর গ্রামে মরে গেল কেউ তার শ্মশানবন্ধুর দল ফুকরে ওঠে বলহরি বলে। ভেসে আসে মৃদঙ্গবিষাদ।
মৃত্যুর কুহক মাখা বাংলার গ্রাম তবু বড়ো মোহময় এই তাম্রলিপ্ত রাতে। একাকী শ্রমণ আমি আমাদের মৃত্যুভয় থাকতে নেই কোনো তবু কী করি গোঁসাই ওই মৃদঙ্গের বোল এসে ধাক্কা দেয় আমারও পাঁজরে।

এই রাতে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে ডেকে উঠতে খুব ইচ্ছে করে।

৪.

নক্ষত্রমালিনী রাতে আজ আমি বসে আছি রূপনারায়ণের ধারে চৌবাড়িয়া গ্রাম। রাতের জোয়ার আসে চেটে খায় শম্পভূমি ধানক্ষেত বাচ্চাদের পরিত্যক্ত স্কুল। আমার সুজাতা আজ সন্ধ্যা বাউরি। পরমান্ন গরম ভাত কুমড়োঘাঁট আহ্। চেটেপুটে খেয়ে চিত্তে আলুধালু ভাবনায় ঘোর ঘুণি জাগে। কেন মৃত্যু কেন জল কেন ভূমি কেন অসূয়া কী জন্য অসূয়া। চিরকাল মল্লযুদ্ধ মহাসন্ধি নিষ্পন্ন হবে না। ভাবতে ভাবতে রাতচরা পাখিটির ডানার ঝাপটা লাগে চোখে। নদীখাত পার হয়ে তাম্রলিপ্তে উড়ে যায় ও। যেন এদিকেই নীড়। রক্তের আমিষ গন্ধে ছেড়ে যায় পাখি তার পুরনো

মন্দির চৈত্য না-পাক মাজার।
আমার উড়ান নেই। মোটা ভাত মহানন্দ। মিহি তত্ত্ব লাট খায় নদীর বাতাসে ভেজা বারুদের বাস। আসল শ্রমণ এক প্রকৃত অন্ত্যজ আমি তথাগত করুণা রাখবেন।

৫.
ফাল্গুনের পথে পথে আমি এক পলাশ-ভিক্ষুক। চক্ষু যায় যতদূর সাম্রাজ্য - সনদ। স্তব্ধ আগুনের শিখা জ্বলতে আছে চরাচর জুড়ে। শিখার চারপাশে ঘোরে শুকনো পাতা ঝরা ফুল শিকারী বাতাস তবু পলাশবৃক্ষের কোন হুঁশ নেই। ভবিতব্য নিয়ে কোন দুর্ভাবনা শাখা ও শিকড়ে কোন বেদনার টান ক্ষরিত অশ্রুর মত নামে কিনা ভিক্ষুক জানে না।
এ প্রান্তের জল নেই জনপদ নেই তাই ক্ষুধাও পাথর। বুভুক্ষু শ্রমণ আমি সৌন্দর্যে বিষাদে আর কত কাল দন্ড ঝুলি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এই ছায়াশূন্য আগুনের নিচে বসে অপেক্ষা করব। সে কি আসবে সে। তপ্ত লাল কাঁকরের টিলা ভেঙে এক হাতে জলের পাত্র অন্য হাতে ভাত নেই তো কি হয়েছে দু-এক দলা ঘাটো। তাও যদি না-ই জোটে ক্ষতি নেই। কেউ আসছে। ওই দূর প্রান্তর শেষের লাল ধুলোর ওড়না গায়ে এই দৃশ্যে যথার্থই শান্তি জাগে বেঁচে থাকতে বেশ লাগে। মৃত্যুতেও খুব বেশি পরিতাপ নেই।

৬.
গোঁসাই বললেন
ঋতুকাল উপস্থিত। শরীরে বজ্রাগ্নি জ্বলে অহোরাত্র। বাতাসে রমণঘ্রাণ ডাক দেয় – প্রকৃত পুরুষ এসো ঋতুরক্ষা করো। উপোসী সরমা ঘোরে পথে পথে আমিও তো ক্ষুধার্ত শ্বাপদ। মুন্ডিত শ্রমণ তুমি জীবনেও খন্ড বিখন্ডিত তাই ক্ষুধা আর ঋতুসংহারের গুহ্য তুমি বুঝতেই পারবে না। আপাতত ঈশ্বরের সাথে কূট তত্ত্বালাপে মাতো। ভিক্ষা করো। করো পাক পরিপাটি। শুধু ঘুমোতে যাবার আগে মাটির কটোরাখানি পূর্ণ রেখে যেও বন্ধু। উৎসবের রাত শেষে পথের কুক্কুর আমি এখানেই ফিরে আসবো ভগ্ন দেহ মন। ভাতের গন্ধের টানে বড়ো টান সঙ্গিনীর সাথে আজ ছলনা করবো না। তাকেও দু মুঠো অন্ন ভাগ করে দেব তুমি বিরক্ত হয়োনা। শ্রমণের অন্নে যদি দুটি প্রাণী হয় কুক্কুর জন্ম ক্ষুন্নিবৃত্ত হয় সে-ই পূণ্য সেই তোমার জন্মান্তর ধ্যান ধর্ম করুণা নির্বাণ।

৭.
সাধু ও সিঁধেল আমরা ঢের দেখলাম বয়স তো কম নয়। ভেক ছাড়া যে ভিক্ষা নাই এই কথা গ্রামদেশে বাচ্ছাটিও জানে ঠাকুর ছলনা কোর না। দন্ড ঝোলা ন্যাড়ামুন্ডা এমন নাটুয়ার দল কত নাচাই অঘ্রাণে পৌষে। তুমিও এসেছ বেশ। দিন কতক জিরেন দাও রঙ ধরেছে চম্পাকলি ফেটে পড়ছে আহ্লাদে আঠারো। তারপর ন্যাড়া মাঠ যাত্রা নামবে জমে উঠবে মেলা পাবে ছোলাসেদ্ধ ঘুগনি জিলাপি। রাঙা পান দোক্তা খৈনি পাকি মদ। চাও যদি বোষ্টুমিও জুটিয়ে দেব রঙ্গরস খঞ্জনি তিলক। ততদিন আমার অতিথি তুমি নারায়ণ তর্জনীটি নত করো দেখি প্রভু দেগে দিই কালি। তোমার বরাদ্দ বারো। ব্যাস। এঁকে বলি ছাপ্পান্নব্রাহ্ম। নাম শোনানি। আজকাল ইনিই ঈশ্বর। এঁরই সেবায়েত আমরা রক্তখেকো পরম বৈষ্ণব।
গোঁসাই গোঁসাই বলে কাকে ডাকছ চতুস্পদ রাস্তার কুকুর প্রভো ওর তো ভোট নেই। ডাকছো ডাকো কাল রাতে খুব জমিয়ে দেব। ব্যাঁকা লেজ ছেলে ছোকরা কালী পটকা সলিতা আগুন লাফ তর্জন গর্জন আহা নরবঙ্গ ঘোর। আজকের সামান্য এই খুদ জাউ তোমার অগ্রিম কাল পলান্ন মোচ্ছব। মাধুকরী নয় গোঁসাই ধরো এটি তোমার অর্জন।

কালিঝুলি মাখা অন্ন তোমাকে গ্রহণ করছি তুমি ব্রহ্ম তুমি নিরঞ্জন।

৮.
ঈশ্বর আমাদের ত্যাগ করলেন। বহু কল্প আগে মৃত মাছেদের পঞ্চায়েৎ বলে গেল নদীজলে কেবলই লবন ক্ষার বিষদ রসায়ন। জুলি কাঁধে বেরোতেই দেখি আহা একচক্ষু শিশুগুলি হামলা দেয় দুয়ারে দুয়ারে। মাধুকরী স্থগিত রাখাই অত্র সহবুদ্ধি নিশ্চয়। কার কাছে ভিক্ষা চাব কার কাছে বজ্রেশ্বরী এরা যে মানুষ নয় রক্তের তিলক আঁকা নিরেট পিত্তল মূর্তি। এদের দুই হাতে আজ কালো মন্দিরা নহে উলসে ওঠে ধাতু ঝনৎকার। গোঁসাই বললেন বন্ধু এই দেশে অন্ন ব্রহ্ম দূর পিপাসার জলটুকুও নেই।
এই গণরাজ্যে দেখ এমনকি বৃদ্ধগুলি চূর্ণ পাথরের স্তূপ রাস্তার কিনারে। রমণীও অযোনিসম্ভূতা তাই ছায়াশূন্য। এমন স্ফটিক চোখ কখনও দেখিনি আগে কোনো জন্মে না। অন্তর্যামী মিত্রবর সকলই জানতেন তবু প্রত্ন চতুরালি। কিংবর্তব্য আর। পিঙ্গলবর্ণের এই শিশুদের পাশে এসে একটা দাঁড়াও এরা নরকের ফুল।

৯.
কাল রাতে ঈশ্বরের সাথে ভারি বিসম্বাদ হলো না। হলেও ভালো ছিল। কিন্তু কি যে হলো কাল প্রকৃত বিনয়ভূমি স্তুত ছিল না। বৃক্ষভ্রাতা পাশে ছিলেন তৃণলতা ওঁরাও ছিলেন। নিশ্চন্দ্র রজনী তাঁর উতল আঁধার সহ আমাদেপ্রবিষ্ট হয়ে ভানুমতী রচনা করলেন।
কিবা গ্রাম কোন জনপদ শীর্ণা নদীটির নাম কী তা সুদ্ধ জানি না তবু এখানেই ভিক্ষাপাত্র অন্ন ব্রহ্ম মদীয় জীবন। ঈশ্বর বললেন আরে তোর মত ভিক্ষুকের নির্বাণ। পরান্নভোজীর জন্য মোক্ষ স্বর্গ। কিচ্ছু নেই করুণাও নয়। প্রকৃত তস্কর তুই পারমিতালোভী এক শ্রমণ। অশ্রুকাজলের শাপ

কোনদিনও তোকে ছাড়বে না। তোর চেয়ে শ্রেয় ওই পথের কুকুর যার ভাণ নেই যে বীতভাণিতা। যা হোক তা হোক দুটি স্পৃষ্ট অন্ন সানন্দ মৈথুন আর অকাতর ঘুম ওর ওতেই সন্তোষ। আমি বলি ও ঈশ্বর তুমিও পরান্নভিক্ষু যথা আমি তথা ওই মদীয় গোঁসাই। মৈথুন বিষয়ে আমি কি কহিব সে যোগ্যতা... থাক।

ভোরের প্রথম আলো দুখিনি মায়ের মতো ডাক দেয় – মাধুকরী এই তো সময়।

১০

আঁধার আর একটু ঝুনকো হলে বাঘনৌকা ছুটিয়ে আমরা বিদ্যেধরীর বুকে হারিয়ে যাবো। আদ্যিকালের এই বুড়েঅশিতলা –বাবা মহেশ্বর জটা ঘুলে এখানেই সতীমা'র জন্য সে কি কান্না কি কান্না। লোনা জল লোনা মাটি বাদাবন – আমাদের লোনার শরীর দেখ খড়ি ছুণ চুণ। তেলচিকনা শরীলটি আমরা পাই নাই বলে ঠাকুর ঘেন্না কোরো না। আমরা মাতলার ছেলে ঠাকরাইনের জামাই। জেতে কৈবর্ত। কিন্তু মনে মনে যৎসামান্য ধর্মভয় রাখি এটি রায়ের তল্লাট প্রভু। দয়া কোরো তুক ঝেড়োনা আলোটি ফুটলেই যথা কোল ভর্তি রূপা লিয়ে ফিরতে পারি আশীব্বাদ করো। পঞ্চমুন্ডি পাতা বসে থাকো তুমিও গোঁসাই খুব ল্যাজটি নাড়ো ফিরে আসছি। সকালে নোঙর ফেলব দাঁড়িপাল্লা মহাজন ট্যাঁকগরম খুব উল্লাস পার্সে ভাজা গরম ভাত একত্রে প্রসাদ পাব। কিন্তু যদি দেখ প্রভু শেষ রাত্রে বিশাল এক বটবৃক্ষ শূন্যে ভাসছে এয়োতি ঝিউড়ি এক নদীগর্ভে হাপুস কাঁদছে যার আউল্যা কেশ কালো... ফিরে তো আসবো না ঠাকুর আর ফিরে আসবো না। যত শীঘ্র পারো এই বাদাবন বিল আর কুহকী জলের দেশ ত্যাগ করে যেও।

১১.

পোড়ো বাড়ি প্রাচীন কড়ি বরগা দাঁড়াস সাপের খোলস আমি গোঁসাই নিভন্ত অঙ্গার আর সঘন তমসা আমরা কত্রে বসত করি বহুকাল এই তেপান্তরে। সামান্য বিশ্রাম নিতে ফসলের ক্ষেত থেকে মাঝে মাঝে উঠে আসে হাওয়া। দুরারোগ্য কাশরোগ। অন্ধকারে শ্বাস নিতে বড়ো কষ্ট জিভ ঝুলে পড়ে। আলপথে ছায়ামূর্তি ঈশ্বর কি তামাসা দেখছেন।

দিবা ও রাত্রি প্রয়োগে দাঁড়িয়ে ভোরের উপাসনা শুরু করি। তুমিই বায়ু তুমি অগ্নি চন্দ্র সূর্য তুমি কাশরোগ। তোমার আরোগ্য তুমি হে হিরণ্য সে শান্তা মহান

গোঁসাই বিরক্ত হন ঈষৎ কুন্ডলী থেকে জেগে প্রবচনপ্রিয় তিনি সহসা বলেন পশুশ্রম। ঈশ্বর ঈশ্বর বলে এই যে এত আকুলতা বাদে বিসম্বাদ বন্ধু অভিমান সর্বৈব অসার। ঈশ্বর তো বিবাহিত নন। মাতা নেই পিতা নৈব নির্বান্ধব যে মানুষ তার মনে মায়াবন্দরের নৌকা কোনদিন নোঙর ফেলে না।

১২.

সব নদী সমুদ্রের দিকে ছুটে যায় আর সব পথ এসে আমার মধ্যেই হারিয়ে যায়। সব কীট পতঙ্গ আগুনের গর্ভে ঝাঁপ দেয় আর সব নক্ষত্র আমারই অন্ধকূপে খসে পড়ে। মহা মহোৎসব। আমি সমুদ্র হয়ে নদীকে সঙ্গম করি কিন্তু পথ বা পথিকের জন্য সব পোতাশ্রয় ধ্বংস করে দিই। তোমরা বলো আমি কীট থেকে অণু পরমাণু সব সৃষ্টি ও পান করি। তা করি। আবার আগুন হয়ে অন্ধকূপ হয়ে কীটস্য কীট থেকে দূর ওই নক্ষত্রপুঞ্জকে আমি গ্রাস করতে বড়ো ভালোবাসি। করুণাময়। এ কথাটিও অর্ধসত্য। শুনে রাখো মৃত বা জীবিত কারও জন্য এক মুঠো খুদকুঁড়োও আমি অবশিষ্ট রাখিনি। শিশুরা স্বর্গীয় আমি উহাদের বড়ো ভালোবাসি। ভালোবাসি পাখি ফুল শস্য ও সুন্দরী আহা এই সব বাক্যে কবি মায়ামেঘ বিছিয়ে রেখেছে। যে কথা জানো না সেই গুপ্ত কথা ভাগীরথী তীরে আজকে শোনো। বহুকাল ধরে আমি অমরত্ব অভ্যেস করেছি। দম্ভিত শ্রমণ তুমি খেলুড়ে ঈশ্বর আমি মৃত্যুর রঙ্গিলা ওষ্ঠে কত মধু কত যে আহ্লাদ...